প্রথম আলো

তারিখ ... 09 AUG 2016 ..
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

এমপিওতে অধ্যক্ষ একজন স্বাক্ষর করেন আরেকজন

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী ●

রাজশাহীর শহীদ এ এইচ এম কামারুজ্জামান সরকারি ডিগ্রি কলেজের এমপিওতে (মান্থলি পেমেন্ট অর্ডার) অধ্যক্ষ হিসেবে একজনের নাম রয়েছে। কিন্তু অধ্যক্ষ হিসেবে স্বাক্ষর করছেন আরেকজন। এ নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে অস্বস্তিকর পরিবেশ বিরাজ করছে।

কলেজ সূত্র জানায়, ২০১৩ সালের অক্টোবরে সরকারি করা হয় প্রতিষ্ঠানটি। গেজেট প্রকাশ করা হয় দুই বছর পর ২০১৫ সালের অক্টোবরে। কলেজে মোট ৫৪ জন শিক্ষক রয়েছেন। কিন্তু তাঁদের ২২ জন এখনো বেতন পান না। ডিগ্রি পর্যায়ের শিক্ষক হলেও তাঁদের এখনো বেতন হয়নি।

সূত্র জানায়, এত দিন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন আবদুস সাত্তার। গত ১২ জুলাই নতুন একজন অধ্যক্ষ যোগদান করেন। তাঁর নাম মো. একরামুল হক। তিনি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কার্যালয়ে ওএসডি (বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) ছিলেন। তাঁকে এই কলেজে সংযুক্ত করে পাঠানো হয়েছে। অথচ এখনো কলেজের এমপিওতে অধ্যক্ষ হিসেবে আবদুস সাত্তারের নাম রয়েছে। কিন্তু শিক্ষকদের বেতন-বিলে সই করছেন নতুন অধ্যক্ষ একরামুল হক। তিনি কলেজের আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

এ নিয়ে কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে অস্বস্তি কাজ করছে। কয়েকজন শিক্ষক বলেন, তাঁরা খোঁজ নিয়ে জেনেছেন, কোনো ওএসডি কর্মকর্তা অফিস-প্রধান হতে পারেন না। কিন্তু তাঁদের কলেজে অফিস-প্রধান হিসেবে একজন ওএসডি কর্মকর্তাকেই পাঠানো হয়েছে। আবার এক বছর আগে কলেজটি সরকারি গেজেটভুক্ত হলেও শিক্ষকদের এখনো সরকারি করা হয়নি। তাঁরা বেসরকারি কলেজের শিক্ষকদের মতোই এমপিওর মাধ্যমে বেতন পাচ্ছেন। অস্বস্তিকর এই বিষয়গুলোর সুরাহা চান তাঁরা।

নতুন অধ্যক্ষ বলেন, শিক্ষকদের চাকরি এখনো সরকারি না হওয়ায় তাঁরা এমপিওর মাধ্যমে বেতন পাচ্ছেন। তাঁদের চাকরি সরকারীকরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠান সরকারি হওয়ায় আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবে কোনো বেসরকারি ব্যক্তি দায়িত্ব পালন করতে পারেন না। সে জন্যই তাঁকে মন্ত্রণালয় থেকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে। ওএসডি থাকা অবস্থায় অফিস-প্রধান হওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, 'আগে এই নিয়ম ছিল না। গত ছয়-সাত বছর থেকে এটা হয়েছে।'